ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

ফিচার-৮
জিরানীয়া,৭ মে,২০২৫

প্রসেনজিতের স্বপ্ন পূরণ

।। **গৌতম দাস** ।।

জীবনের সফলতা অর্জনের একমাত্র মাপকাঠি যে শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা- এ ধারণা বহু আগেই ভেঙে দিয়েছেন অসংখ্য মানুষ। তাদের জীবন কাহিনী আমাদের শিক্ষা দেয়- যদি ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় হয়, যদি মনের গভীরে থাকে কিছু করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, তবে সীমাবদ্ধতা কোন বাধাই হতে পারে না। পুঁথিগত শিক্ষার অভাব মানেই জীবনের সব দরজা বন্ধ, এমন ভাবনা বাস্তবতার কঠিন পরীক্ষায় বহুবার ব্যর্থ হয়েছে। একজন মানুষ যদি নিজের কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান হন, যদি তার মনে থাকে শেখার তীব্র আগ্রহ, তাহলে জীবনই হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠ পাঠশালা। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও, যদি আত্মবিশ্বাস আর অটুট অধ্যবসায় থাকে, তবে জীবনযুদ্ধে বিজয়ী হওয়া সম্ভব। এই সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছেন জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত মজলিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষক প্রসেনজিৎ রুদ্রপাল।

দীনবন্ধু রুদ্রপালের সারা জীবন কেটেছে মাটি আর শস্যের সঙ্গেই। আজ বয়সের ভারে শরীর আর আগের মতো সাড়া দেয় না, কিন্তু চোখে মুখে এখনও লেগে থাকে মাটির ঘ্রান আর শস্যের স্বপ্ন। তাঁরই আদর্শে মানুষ হয়ে উঠেছে তাঁর পুত্র প্রসেনজিৎ রুদ্রপাল। সে সদ্য পেরিয়েছে তিরিশের গন্ডি। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে পড়াশোনায় তেমন এগোতে না পারলেও ছোট বেলা থেকেই বাবার পাশে হাতে কলমে শিখেছে কৃষিকাজের অ, আ, ক, খ। রোদ বৃষ্টিতে বাবার শ্রমের ঘাম, বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ, আর প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই- সব যেন হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়। এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তার কাছে হার মানে দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধকতা আর প্রথাগত শিক্ষার অভাবও। আজ তিনি নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করেছেন এবং দেখিয়েছেন পরিশ্রম কখনো বিফলে যায় না।

প্রসেনজিৎ রুদ্রপাল তাঁর পিতা দীনবন্ধু রুদ্রপালের কাছ থেকে পেয়েছেন মোট ০.৬ হেক্টর কৃষি জমি। এই জমিতে তিনি শুধুমাত্র ধান ও সব্জি চাষেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। কিছু অনাবাদি জমি আবাদ করেছেন ফুলচাষের মাধ্যমে। গত বছর তিনি ০.২ হেক্টর জমিতে গ্লাডিওলাস চাষ করে প্রায় ১৬ হাজার গ্লাডিওলাস ফুল ফুটিয়েছেন এবং প্রতিটি ফুলের স্টিক ৬ টাকা দরে বিক্রি করে মোট ৯৬ হাজার টাকা আয় করেছেন। এই ফুলগুলো তিনি আগরতলার বিভিন্ন ফুলের দোকানে সরবরাহ করেন। তাছাড়া গাঁদা ফুলের চাষেও সফলতা অর্জন করেছেন। প্রায় ১.১৬ টন গাঁদা ফুল উৎপাদন করে তিনি তা প্রতি ১০০টি ফুল ৩২ টাকা দরে বিক্রি করেছেন গত দুই বছরে। গোলাপের চাহিদা রয়েছে বাজারে, বিশেষ করে ফেব্রুয়ারি মাসে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি ১,৬৬০টি বড় গোলাপ ফুল উৎপাদন করেছেন এবং প্রতিটি গোলাপ ৫টাকা দামে বিক্রি করেছেন। ফুল চাষের আগ্রহ ও সাফল্যের জন্য তিনি কৃষি দপ্তরের মিশন ফর ইন্টেগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ হর্টিকালচার প্রকল্প থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন, যা তাঁর ফুল চাষকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। তিনি কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে রাজ্যের বাইরে গিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে ফুল চাষের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন। ফুল চাষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেলেও তাঁর অন্তরের গভীরে এক অদ্ভুত অতৃপ্তি বয়ে বেরাচ্ছিলো। যেন কিছু একটা অপূর্ণ রয়ে গেছে-চেনা পথের বাইরে অভিজ্ঞতার গন্ডি পেরিয়ে নতুন কিছু করার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাঁকে তাড়া করছিলো প্রতিনিয়ত।

২-এর পাতায়

এই ভাবনা গুলোর মাঝে একদিন হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে ইউটউবে একটি ভিডিওর উপর। যেখানে ড্রাগন ফল চাষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা চলছিল। রঙিন ফলটির সৌন্দর্য, পুষ্টিগুণ এবং এর চাষে সম্ভাবনার কথা শুনে তিনি গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেন। নতুন কিছু শেখার, নতুন করে আবার পথচলার এক অভিপ্রায় তাঁর মনে দৃঢ় হয়। এই আগ্রহের সূত্র ধরেই তিনি যোগাযোগ করেন কৃষি দপ্তরের সঙ্গে এবং 'আত্মা' প্রকল্পের আওতায় ড্রাগন ফল চাষের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন। তাঁর এই নতুন উদ্যোগ যেন পুরানো মাটির বুকে এক নতুন স্বপ্নের বীজ বপন করে দিল। প্রতিবেদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রসেনজিৎ জানালেন, ২০১৯ সাল থেকে তিনি পরীক্ষামূলক ভাবে ড্রাগন ফল চাষ শুরু করেছেন। শুরুটা ছিল শুধুমাত্র কৌতুহল আর আগ্রহ থেকে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই চাষে তিনি এক ভিন্ন সম্ভাবনার আভাস পেতে থাকেন। সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে কৃষি দপ্তর এগিয়ে আসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে।

প্রসেনজিৎবাবু জানান, ড্রাগন ফল বাগান বৃহৎ পরিসরে গড়ে তোলার জন্য দপ্তরের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়। বিশেষভাবে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন জিরানীয়া কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সোমেন কুমার দাসের প্রতি। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণাই প্রসেনজিৎকে এই নতুন পথ চলার সাহস জুগিয়েছে। তিনি জানান, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় তিনি ড্রাগন ফল চাষের জন্য ২২০টি সিমেন্টের পিলার, ৮৪০টি চারাগাছ, ব্যবহৃত টায়ার, জৈব সার হিসেবে গোবর এবং চারাগাছগুলি বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও পেয়েছেন। বর্তমানে প্রসেনজিৎ রুদ্রপাল এর ০.৬ হেক্টর জমিতে ড্রাগন ফলের চাষ করেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ফলস্বরূপ এখন পর্যন্ত তিনি ৫৫০ কেজি ড্রাগন ফল বিক্রি করেছেন, যার মাধ্যমে তাঁর আয় হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার ৪০০ টাকা। তিনি এখন ড্রাগন ফল চাষের পাশাপাশি ইন্টারক্রপিং ফার্মিং সিস্টেম পদ্ধতিও গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ড্রাগন ফলের চারা রোপণের পর যেখানে যেখানে ফাঁকা স্থান রয়েছে, সেই জায়গাগুলিকে তিনি কাজে লাগিয়ে অন্যান্য ফুল ও ফসলের চাষ শুরু করছেন। এর ফলে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার যেমন নিশ্চিত হয়েছে, তেমনি অতিরিক্ত ফসল থেকে তিনি বাড়তি আয়ও করতে শুরু করেছেন। এই বহুমুখী চাষ পদ্ধতি তার কৃষি জীবনকে আরও সার্থক ও লাভজনক করে তুলেছে।

জিরানীয়া কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সোমেন কুমার দাস জানান, প্রসেনজিৎ রুদ্রপালের ড্রাগন বাগান গড়ে তুলতে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে তাঁকে এমজিএনরেগা প্রকল্পের আওতায় নানা ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাঁকে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও অবকাঠামো সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সোমেন কুমার দাস বলেন, কৃষকদের উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর সর্বদা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপই কৃষকদের পাশে থেকে তাঁদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে নিবেদিত। প্রসেনজিৎ রুদ্রপালের মতো কৃষকের মধ্যে যে অদম্য ইচ্ছাশক্তি, নতুন কিছু করার, পরিশ্রম করার মানসিকতা, নিষ্ঠা রয়েছে তারা তাদের কাছে সফল হবেনই। তারাই আধুনিক ভারতের কৃষক। নতুন প্রজন্মের অনুপ্রেরণার উৎস।

*****